Department of Bengali
Patna University
Subject Bengali
M.A ,sem- III, CC- 12, Unit- I

Topic - Post Chaitanya Period (চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী)

গৌরচন্দ্রিকা কাকে বলে? গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা মধ্যে সম্পর্ক কি? এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে?

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। চৈতন্য দেবের আবির্ভাব এর পরেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে ছিল। যদিও চৈতন্যদেব নিজে "শিক্ষাস্টক" নিজে শিক্ষক ছাড়া কিছুই রচনা করেন নি তবুও তিনি ছিলেন এ সাফল্যের প্রধান কান্ডারী। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চৈতন্য পূর্ববর্তী দুজন পদকর্তার ভক্ত ও তাত্ত্বিকদের রসাস্বাদনের সামগ্রী হয়ে ওঠে চৈতন্যদেব তাদের পদাবলীর রস আস্বাদন করতে নেই এবং তাত্ত্বিকরা চরিত্রগুলোকে নানা পর্যায়ে বিভক্ত করেন। আর চৈতন্য উত্তর যুগের ষরগোস্বামি অন্যতম গোস্বামী রুপ গোস্বামী "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থ অবলম্বনে একটি লীলা পর্যায় কে নিয়ে পদকর্তা বৈষ্ণব পদ রচনা করেন।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাব এর পর চৈতন্যদেব কে নিয়ে যেমন জীবনী সাহিত্য বা চরিত সাহিত্য রচিত হতে থাকে তেমনি চৈতন্যদেব কে অবলম্বন করে গোস্বামীর বিষয়ক পদ রচনা একটি ধারা তৈরি হয়। এই গোস্বামী বিষয়ক পদ কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও ২. গৌরচন্দ্রিকা।এখন গৌরচন্দ্রিকা কাকে বলে তার স্বরূপ কি সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে প্রেক্ষিতে একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বাহিরের কারণ বাদ জগত সম্বন্ধে কারণে চেয়ে আত্ম সম্বন্ধীয় অন্তরঙ্গ কারণটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত তাদের দৃষ্টিতে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে রাধা কৃষ্ণের লীলা রসাস্বাদনের জন্য নবদ্বীপ লীলায় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব ঘটে।

বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী রাও চৈতন্যদেবের রাধাভাব সুবলিত কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করেন। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য জীবনী কাব্য "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" রচনা করেন। সেখানেও তিনিআদি নীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ সেই তথ্য প্রকাশ করেন-

_"রাধাকৃষ্ণ একাত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যান্য বিলাসে রস আস্বাদন করি।।

চৈতন্যদেব সম্পর্কিত এই তত্ত্বকথা বৈষ্ণব সমাজেও সমাধিক পরিচিত তার ফলে দর্শক-শ্রোতার মনকে রাধাকৃষ্ণের জেলা রসাস্বাদনের উপযুক্ত করে তুলতে চৈতন্যদেবের ভাবময় জীবনকে অবলম্বন করে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এক নতুন ধারা প্রবর্তিত হলো যা গৌরচন্দ্রিকা বা চৈতন্য জীবনী অনুসারী লীলা কীর্তন নামে পরিচিত।

এবার আমরা আলোচনা করব গৌরচন্দ্রিকা কাকে বলে তার সর্ব শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে। চৈতন্য দেবের আবির্ভাব না ঘটলেই রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা স্বরূপের উপলব্ধি ঘটনা।রাধাভাব ভাবিত চৈতন্যদেব যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমের মুহূর্ত বিদ্রোহ তা চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ একটি পদে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গৌরাঙ্গ নহিত কি মনে হইত
কেমনে ধরি তো দে।
রাধার মহিমা প্রেম রশ সীমায়
জগতে জানত কে।।

নরোত্তম দাসের কোথায়- শ্রী গৌরাঙ্গের নিলা উজার করে প্রবেশ করে তার হৃদয় নির্মল হয় এজন্যই গৌরচন্দ্রিকার রসাস্বাদনের মধ্য দিয়ে আমাদের রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নীলা রসাস্বাদনের অধিকার জন্য। ওর চন্দ্রিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন- " গৌরচন্দ্রিকা দ্বারা কীর্তন এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।রসিক শিকল শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং পরম মাধুর্য্যময় শ্রীরাধিকার বিকল্প নয় ইহাদের শুধু সংগীত কলার নিদর্শন নহে তাহা প্রমাণিত হয় গৌরচন্দ্রিকা"।
কবে থেকে রাধা কৃষ্ণ লীলা কীর্তন এর পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া সূচনা হয় তা জানা যায়নি।তবে অনুমান করা হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে নরোত্তম দাসের কীর্তন উৎসবের আয়োজন করেছেন সেখানেই এমন গৌরচন্দ্রিকার গাওয়ার সূচনা হয়। গৌরচন্দ্রিকা কথার আক্ষরিক অর্থ ভূমিকা। রাধা কৃষ্ণ লীলার মূল পালাগানের পূর্বে এ সমস্ত গান গাওয়া হয়। যা শুনে উক্ত আসরে শ্রোতারা বুঝতে পারেন সেই দিন রাধা কৃষ্ণ লীলা পালা গানের কোন অংশ গীত হবে। তাই গৌরচন্দ্রিকা নিছক ভূমিকা নিলে তার সার্থকতা আর আনন্দ কিছু নেই।তবে গৌরচন্দ্রিকা পদ শব্দের আভিধানিক অর্থে সীমাকে অতিক্রম করে সীমাহীন ভূমিকা কে অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই।গৌড় বাঁচাতে ভুলেন বৈষ্ণব পদাবলীর চন্দ্রসহ আর সেই চন্দ্রের স্নিগ্ধ প্রেম দ্যুতিতেই বৈষ্ণব সাহিত্য আলোকিত। গৌরচন্দ্রিকা বাস্তব কামনা-বাসনা যুক্ত অন্ধ ভক্ত কে আলো দান করে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে কাম মুক্ত করে অলৌকিক রসাস্বাদনের পথ দেখায়।
১৫৮২খ্রিস্টাব্দে খেতুরী মহোৎসব প্রবেশের আগে ভক্তের যাতে অনির্বচনীয় রসাস্বাদনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য ভর্তৃকা পদকে আলোক হিসেবে যুক্ত করেন মহত্মা নরোত্তম দাস ঠাকুর।

তবে কবে থেকে রাধা কৃষ্ণ লীলা কীর্তন এর পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার সূচনা হয় তা জানা যায় না।তবে অনুমান করা যায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে নরোত্তম দাস কীর্তন মহোৎসব আয়োজন করেছিলেন সেখানে এমন গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া সূচনা হয়। নরহরি চক্রবর্তী- র "ভক্তিরত্নাকর "গ্রন্থে আছে -

শ্রীরাধিকার ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ্র।
সেই ভাবনায় গীত রচনা সুছন্দ।।

আর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ গুলি মূলত গৌরাঙ্গের ব্যক্তিগত জীবনের প্রাধান্য বেশি। এ সমস্ত পদ চৈতন্যদেবকে নিয়ে রচিত পদ। এ সমস্ত পদ গুলি গঠিত হবার সময় পাঠক বা শ্রোতার মনে শ্রীচৈতন্যদেবের অপার মহিমা কথা ফুটে ওঠে। কিশোর গৌরাঙ্গের কৈশোর লীলা, রূপ বর্ণনা, বাল্য লীলা, কাহিনী প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে এই কথা বললে চলবে না যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এর মধ্যেই গৌরচন্দ্রিকা পদের রসবীজ নিহিত।

এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হলেন গোবিন্দ দাস কবিরাজ। তার রচিত একটি পদ হল-

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।

উদ্ধৃত পদটিতে গৌরচন্দ্রিকা আশ্চর্য সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। গাছের দেহের জলসিঞ্চন এর ফলে যেমন আনন্দে মুকুল উদ্ভব হয় তেমনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তেমনি সজল কাজল চোখের অশ্রু টেনে গৌরাঙ্গের সৌম্যকান্তি দেহে দেখা গিয়েছে আনন্দ ও রোমাঞ্চ। তার অঙ্গ থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। সেই অভিলাষে বিকশিত হচ্ছে কদমতলা ভাব রাজি।পদটি যদি আমরা পাঠ করি তাহলে আমার লক্ষ করব গোবিন্দদাস বলেছেন- "নটোবর গৌরকিশোর" কি অপূর্ব রূপ দর্শন করলাম। ভাগীরথীর তীরে উদ্জ্বল করে যেন এক সোনার কল্পতরু বৃক্ষ দণ্ডায়মান।পরিমল লোভে যেমন মৌমাছি গুনগুন করে ঘুরে মরে গৌরাঙ্গ চরণতলে ভক্তরূপে ভ্রমর গান গুন গুন করে বেড়ায়। তার দেহ কান্তির সেই মধুর সুগন্ধে সকলেই তার দিকে ছুটে আসছে। দিনরাত সকলে তার চরণে পড়ে আছে। গৌরাঙ্গ অবিরত প্রেমসুধা বিতরণ করে চলেছে। বিশ্ব মানব সংসারের মনবাসনা তিনি নির্দ্বিধায় পূর্ণ করে চলেছেন গোবিন্দাস তার চলন থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলেন। কোভিদ মনবাসনা যে পূর্ণ হলো না সে আক্ষেপ থেকেই কাব্যসৌন্দর্য প্রতি আমাদের সামনে আলোচিত হয়েছে। শ্রী চৈতন্যদেব কে কেন্দ্র করে গোবিন্দদাস কবিরাজ এর যতগুলি পদ রয়েছে তা যদি পাঠ করি প্রত্যেকটি পদগুলির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করবো পদগুলিতে শব্দ ঝংকার এর মাধুর্য, অলংকার প্রয়োজন নৈপুণ্য ,ছন্দ প্রয়োগে মাধুর্য , রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ , বিবর্তন ও গৌরবের
গোবিন্দ দাস অতুলনীয় ।স্বাভাবিকভাবেই অনেকেই গোবিন্দ দাস কে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলে থাকেনত। তার পদগুলিতে বিদ্যাপতির ভাব ভাষার সঙ্গে চৈতন্য উত্তর যুগের ভাবাদর্শ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি কল্পনার আকাশ স্পর্শী উৎসার ও আবেগের অতুলনীয় সমন্বয় ও তার পদগুলিতে লক্ষনীয়। তিনি- ই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা।

সমাপ্ত